

## নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

### বিশ্ব অর্থনীতি

২০২২-২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার ঝুঁকিতে থাকলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অপ্রত্যাশিতভাবে স্থিতিশীল ছিল। এ সময়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ অব্যাহতভাবে সুদহার বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও অনুকূল চাহিদা ও যোগানের ফলে কর্মস্থান এবং আয় বৃদ্ধি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তবে রাজস্ব খাতে সরকারি ব্যয়ের কুচ্ছসাধন, কোভিড-১৯ অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক জুলাই, ২০২৪ এ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), Update-এ বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ৩.২ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৩.৩ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ১.৭ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ১.৮ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালের ২.৬ শতাংশে উন্নীত হবে এবং ২০২৫ সালে তা ১.৯ শতাংশে হ্রাস পাবে মূলত: ব্যয় সংকোচনের নীতির কারনে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২৪ এবং ২০২৫ উভয় বছরেই ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

### বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি

বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতির পর ২০২৩ সালের শেষের দিকে বেশিরভাগ অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি প্রাক-অতিমারির পর্যায়ে নেমে এসেছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের ৬.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালে ৫.৯ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৪.৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। তবে শ্রম বাজারের মন্দ্রগতি এবং জালানি তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে ২০২৫ সালের শেষে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, উন্নত দেশের মূল্যস্ফীতির তুলনায় উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির হার বেশি থাকতে পারে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

### সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮২ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার ৫০,৪৮,০২৭ কোটি টাকা বা ৪৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪৪,৯০,৮৪২ কোটি টাকা বা ৪৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জিডিপি'র প্রধান তিনটি খাত হলো কৃষি, শিল্প এবং সেবা। প্রধান খাতভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.২১ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে ছিল ৩.৩৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার ০.১৬ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পন করা হয়েছে ৬.৬৬ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৮.৩৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১.৭১ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৫.৮০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৫.৩৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার ০.৪৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় এবং জাতীয় সঞ্চয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৩০.৯৮ শতাংশ, ২৭.৬১ শতাংশ এবং ৩১.৮৬ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ৩০.৯৫ শতাংশ, ২৫.৭৬ শতাংশ এবং ২৯.৯৫ শতাংশ।

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ মার্কিন ডলার), পূর্ববর্তী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২,৭৩,৩৬০ টাকা (২,৭৪৯ মার্কিন ডলার)।

ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৯.০২ শতাংশে পৌঁছায়। এরমধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৭১ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.৩৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৭৩ শতাংশে পৌঁছায়, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১০.৬৫ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৮.৮৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এ প্রেক্ষিতে মুদ্রা এবং রাজস্ব নীতিতে ‘চাহিদা’ কমিয়ে ‘সরবরাহ’ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হচ্ছে। ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, দরিদ্র জনগণকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা স্বল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারেন।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬৬,৬৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৮.২৬ শতাংশ), যেখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব অহরনের পরিমাণ ৩,১৯,৭৩১ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৭.২০ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ৭,৯৯৪ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.১৮ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৮,৯৩৩ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.৮৮ শতাংশ)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৯.৪৭ শতাংশ), যারমধ্যে এনবিআর কর্তৃক রাজস্ব আহরনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪,১০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৮.১২ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ১৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.৩৮ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ৪৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.৯৭ শতাংশ)।

অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৭৩,৮৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি’র ১২.৯৩ শতাংশ। এরমধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর পরিমাণ ১,৯১,৯২৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি’র ৪.৩২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭,১৪,৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি’র ১৪.১৫ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি’র ৪.৬৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ছিল ৪.৬৭ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: নীতি সুদহার করিডোর (আইআরসি) বাস্তবায়ন, ঋণের জন্য রেফারেন্স-ভিত্তিক সুদের হার নির্ধারণ, ঋণের সুদের হারের উর্ধ্বসীমা এবং আমানতের সুদের হারের নিম্নসীমা অপসারণ, সমন্বিত বিনিময় হার প্রবর্তন এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নীতি সুদহার বিভিন্ন সময়ে মোট ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: আইআরসি সীমা  $\pm ২০০$  বেসিস পয়েন্টস থেকে কমিয়ে  $\pm ১৫০$  বেসিস পয়েন্টস নির্ধারণ, টি-বিল ও টি-বন্ডের হস্তান্তর (devolvement) বন্ধ রাখা, মুদ্রা সোয়াপ (currency swap), রেসিডেন্ট ফরেন্স কারেন্সি ডিপজিট (আরএসসিডি) একাউন্ট চালু করা, SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) সিস্টেম বাতিল, অগ্রাধিকার খাতসমূহে (কৃষি, সিএমএসএমই ইত্যাদি) ঋণের সুদহার হ্রাস এবং ক্রলিং পদ্ধতি চালু করা।

মুদ্রাখাতের চলকসমূহের গতিধারা থেকে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে অর্থাৎ জুন ২০২৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা (আরএম), ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এবং সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৭.৮৪ শতাংশ, ৭.৭৪ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশ। এসময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৮০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ১৫.২৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানগুলির মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.৮৪ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে (জুন ২০২৩) ছিল ১০.৫৮ শতাংশ। জুন ২০২৪ শেষে সরকারের নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি ৯.৬৯ শতাংশ, যেখানে জুন ২০২৩ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬.৭২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার (নীট) এবং বেসরকারি খাতের ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের যথাক্রমে ২০.০৮ শতাংশ এবং ৭৭.৫৮ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের দুটি পুঁজি বাজার-টাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এ কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়েছে। উভয় বাজারেই সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক হ্রাস পেয়েছে। জুন ২০২৩ এর তুলনায় জুন ২০২৪ সালে ডিএসই এবং সিএসই এর বাজার মূলধন যথাক্রমে ১৪.২৪ শতাংশ এবং ৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স

(ডিএসইএক্স) এবং সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক যথাক্রমে ১৬.০১ শতাংশ এবং ১৯.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৪,৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ কম। একই সময়ে আমদানি (সিঅ্যান্ডএফ) ব্যয় ১১.১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬,৭২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এসময়ে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) দাঁড়িয়েছে ২৩,৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৬৫ শতাংশ বেশি।

২০২২-২৩ অর্থবছরের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতি ১১,৬৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬,৫১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতির হ্রাস, রেমিট্যান্স প্রবাহের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

অন্যদিকে, চলতি হিসাবের ঘাটতি সংকুচিত হওয়া, বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য (Overall Balance of Payments) ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্বিক ভারসাম্য ঘাটতি ছিল ৪,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘাটতি ছিল ৮,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকায় মুদ্রা বিনিময় হার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে টাকার মূল্য ১১.৬৫ শতাংশ অবচিতি (depreciation) হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নেট ৯.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রি করেছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে গড় আন্তঃব্যাংক বিনিময় হার ছিল প্রতি মার্কিন ডলার ১১১.০০ টাকা যা ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ছিল ৯৯.৪২ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৪ সালের জুন মাস শেষে ২৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা ২০২৩ সালের জুন মাস শেষে ছিল ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

### অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০১.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, এসময়ে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ৩২.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫,০০০ কোটি টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৩৭,১৫৩.৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.১৫ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বীজ উৎপাদন সহায়তা বাবদ ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। অন্যদিকে, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ এবং আর্থিক ঝুঁকি কমানোর জন্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি পর্যায়ে ১৭ ধরনের গবাদি পশু ও পোল্ট্রি রোগের জন্য ৩২.৯৯ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বিবিএস এর শিল্প উৎপাদনসূচক (Quantum Index for Industrial Production) অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইপিজেডসমূহে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬,৭৮৭.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৪,৮৬,৩০৪ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে, যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী, যা নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) ৩১,৪৫২ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৬,৪৭৭ মেগাওয়াট (৩০ এপ্রিল, ২০২৪) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ৬৪০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমানে সঞ্চালন লাইন (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) ১৫,৬২৪ সার্কিট কিলোমিটার উন্নীত হয়েছে। এসময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন

৬.৪৩ লক্ষ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া গ্রাহক সংখ্যা ৪.৭১ কোটিতে পৌঁছেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। এ যাবৎ (৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) দেশের আবিস্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট প্রাথমিক গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৮.২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৯.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশে ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২১.০৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে, জুন ২০২৪ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৮.৬৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে দেশের মোট মহাসড়কের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২২,৪৭৬ কিলোমিটার। বর্তমানে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT), ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ অন্যান্য কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সড়ক এর পাশাপাশি বর্তমানে প্রায় ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৮টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। নদী পথের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং রক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নৌযানসমূহের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা যায়। অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নদীপথে কনটেইনার পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা তৈরির কার্যক্রম চলমান। জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থা হিসেবে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস বিভিন্ন গন্তব্যে ৭টি জাতীয় এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে মোবাইল ফোন গ্রাহক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৯.৬১ কোটি এবং ১৫.৭৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) ২০২৩/২০২৪ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯১টি দেশের মধ্যে ১২৯ তম অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে (২০২৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, নীট ভর্তির হার ৯৭.৭৬ শতাংশ। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সর্বশেষ ২০২৩ সালে বিবিএস প্রকাশিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে

দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ। তবে জিনি সহগ ২০১৬ সালে ০.৪৮২, থেকে ২০২২ সালে ০.৪৯৯ তে পৌঁছেছে, যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (BIDA) এর অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে, বিনিয়োগকারীদের জন্য কার্যকরী এবং স্বচ্ছ সেবা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছে। বর্তমানে, এই পোর্টালটি ৪৩টি সংস্থার ১৩২টি সেবা প্রদান করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) ছিল (নীট) ১,৪৬৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে BIDA-তে মোট ১,০৬৪টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে যৌথ উদ্যোগে (স্থানীয় এবং বিদেশী) ১৫,৬৯,৯৮২ মিলিয়ন টাকা প্রস্তাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি অঞ্চল ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি বর্তমানে উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলটিতে, ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ২৬টি সংস্থা থেকে ৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার National Adaptation Plan (NAP), 2023-2050 অনুমোদনপূর্বক তা United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে Nationally Determined Contributions (NDC) হালনাগাদপূর্বক তা UNFCCC-তে দাখিল করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (BCCGAP) এবং জেন্ডার গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে এই গাইড লাইন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অওতায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্র,

যেমন দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ হ্রাস, স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রভাব মূল্যায়ন, নদী তীর সংরক্ষণ, জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, সৌর স্ট্রিটলাইট স্থাপন এবং প্রাকৃতিক জলাধার সৃষ্টি ইত্যাদি।

BCCTF গঠনের পর চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত তহবিলে সর্বমোট ৩,৯৬৮.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ পর্যন্ত ৯৬৯টি (সরকারি-৯০৮টি, বেসরকারি-৬১টি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭২১টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।